"দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থ ায়নস্কিম"

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্ব লসরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। **অংশীদার ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উক্ত স্কিমের আওতায় অর্থায়ন করে যাচ্ছে।**

স্কিমের নামঃ

" খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থ ায়নস্কিম।"

তহবিলের উৎস ও পরিমানঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্ম সূচিতেউল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতসমূহের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা/কৃষকগণ উক্ত ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের খাতঃ

ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লেখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

সুদের হারঃ

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)।

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা ঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করতে হবে।

(গ) কোন কৃষক/গ্রাহক যে কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপী হলে এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

জামানতঃ

(ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান, শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(খ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ঋণের মেয়াদঃ

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

এসিডি-০৭ (৫০০০.০০ কোটি টাকা) প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহজ শর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি সম্ভব হলে তা একদিকে যেমন খাদ্য আমদানি হ্রাস পাবে অন্যদিকে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্ব লসরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে যে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, তা মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।